বৈশেষিক অধিবিদ্যা বা পরাতত্ত্ব

Vaiśeṣika Metaphysics

ভূমিকা
Introduction

কণাদ নামক মুনি বৈশেষিক দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা। শস্যকণার দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করার জন্য অনেকে এই ঋষিকে 'কণাদ' বা 'কণভক্ষ' বা 'কণভুক' নামে অভিহিত করেন। কণাদমুনি 'উলুক' নামেও পরিচিত। এজন্য বৈশেষিক দর্শনকে 'ঔলুক্য দর্শন'ও বলা হয়। কণাদের আসল নামকে অনেকে আবার 'কাশ্যপ' বলেছেন। এসব বিভিন্ন নামের মধ্যে 'কণাদ' নামটিই বেশি প্রচলিত। **'বিশেষ' নামে একটি পদার্থ স্বীকার করার জন্য কণাদের দর্শনকে 'বৈশেষিক দর্শন' বলা হয়**। এই দর্শন অতি প্রাচীন। সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন-এর মতে, সম্ভবত এই দার্শনিক মতবাদ সর্বপ্রথম ৩০০ খ্রিঃপূর্বাব্দে প্রচারিত হয়।*

কণাদের 'বৈশেষিক সূত্র' এই দর্শনের সর্বপ্রাচীন আকর গ্রন্থ। সূত্র-গ্রন্থটির দশটি অধ্যায় আছে এবং প্রত্যেক অধ্যায়ের আবার দুটি করে পরিচ্ছেদ বা আহ্নিক আছে। অনেকের মতে কণাদের 'বৈশেষিক সূত্র' গৌতমের 'ন্যায় সূত্রের' পূর্বে রচিত এবং তা 'ব্রহ্মসূত্র'-এর' সমকালীন।** আনুমানিক খ্রি. পরবর্তী পঞ্চম শতাব্দীতে রচিত **প্রশস্তপাদাচার্যের 'পদার্থ-ধর্ম-সংগ্রহ' বৈশেষিক সূত্রের আদি ভাষ্য**। তবে অনেকে, 'পদার্থ-ধর্ম-সংগ্রহ'কে ভাষ্যের পরিবর্তে স্বতন্ত্র গ্রন্থরূপেই বিবেচনা করেন, কেন-না প্রশস্তপাদ 'পদার্থ-ধর্ম-সংগ্রহ'-এ বৈশেষিক সূত্রকে যথাযথ অনুসরণ করেননি। যেমন—কণাদের 'বৈশেষিক সূত্র'-এ ঈশ্বরের উল্লেখ না থাকলেও প্রশস্তপাদের 'পদার্থ-ধর্ম-সংগ্রহ'-এ ঈশ্বরের উল্লেখ আছে। কণাদের 'বৈশেষিক সূত্র'-এ তিনটি পদার্থের উল্লেখ থাকলেও 'পদার্থ-ধর্ম-সংগ্রহে' আরও কয়েকটি পদার্থের উল্লেখ আছে। প্রশস্তপাদ ছাড়াও 'বৈশেষিক সূত্র'-এর ভাষ্যকারের নামের উল্লেখ আছে। শঙ্করাচার্যের 'শারীরিক ভাষ্য'-এর দুটি টীকা থেকে জানা যায় যে, লঙ্কাধিপতি রাবণরাজা 'বৈশেষিক সূত্র'-এর একটি ভাষ্য রচনা করেন।

প্রশস্তপাদাচার্যের 'পদার্থ-ধর্ম-সংগ্রহ'-এর ওপরও অনেকে ভাষ্য রচনা করেন। ব্যোমশিবের 'ব্যোমবতী', উদয়নের 'কিরণাবলী' এবং শ্রীধরের 'ন্যায়-কন্দলী' প্রশস্তপাদ-ভাষ্যের ওপর অতি প্রসিদ্ধ কয়েকটি ভাষ্য বা টীকা। বল্লভাচার্যের 'ন্যায়-লীলাবতী' এবং উদয়নের 'লক্ষণাবলী'ও বৈশেষিক দর্শনের দুটি উল্লেখযোগ্য ভাষ্য-গ্রন্থ। প্রশস্তপাদের পরবর্তী ভাষ্যকারগণ ন্যায়দর্শনের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়ে বৈশেষিক দর্শনকে ন্যায়-দর্শনের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এজাতীয় ভাষ্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, শিবাদিত্যের 'সপ্তপদার্থী', বিশ্বনাথের 'ভাষাপরিচ্ছেদ' ইত্যাদি।

যে বৈশেষিক দর্শনের সঙ্গে আমরা পরিচিত, প্রকৃতপক্ষে তা কোনো একজনের দ্বারা রচিত হয়নি—কালের পরিবর্তনের সঙ্গে কণাদের বৈশেষিক সূত্রের সঙ্গে অনেক নতুন নতুন সূত্র সংযোজিত হয়েছে। কণাদ তাঁর 'বৈশেষিক সূত্র'-এ কেবল তিনটি পদার্থের উল্লেখ করেছেন; পরবর্তীকালে প্রশস্তপাদ অতিরিক্ত আরও তিনটি পদার্থ সংযোজন করেন এবং আরও পরবর্তীকালে 'অভাব' নামক একটি সপ্তম পদার্থ সংযোজিত হয়। মূল

* Indian Philosophy, Vol. II. S.Radhakrishna. P.179
** Ibid

Scanned with CamScanner

বৈশেষিক দর্শনে ঈশ্বরের উল্লেখ না থাকলেও পরবর্তী বৈশেষিক দার্শনিকগণ ঈশ্বরের উল্লেখ করেন। এভাবে, কণাদের মূল 'বৈশেষিক সূত্র'-এর সঙ্গে পরবর্তী ভাষ্যকারগণ আরও অনেক সূত্র সংযোজিত করেন।

৬.১. বৈশেষিক দর্শনে পদার্থ
Padārthas or Categories in Vaiśeṣika Philosophy

'পদস্য অর্থঃ পদার্থঃ'। পদের যা অর্থ অর্থাৎ পদের দ্বারা যে বিষয় বোধিত হয় বা বোঝানো হয়, তাই পদের অর্থ। 'ঘট' 'পট' ইত্যাদি শব্দ হচ্ছে পদ এবং ওই সব পদ যে যে বস্তুকে বোঝায় তাই পদার্থ। ঘট হচ্ছে 'ঘট' পদের, পট হচ্ছে 'পট' পদের অর্থ। অর্থাৎ ঘট, পট ইত্যাদি হচ্ছে পদার্থ।

পদার্থ মাত্রই **জ্ঞেয়** এবং **অভিধেয়**। 'ঘট' পদের দ্বারা তার অর্থকে অর্থাৎ ঘট-বস্তুকে বুঝতে হলে ঘটের জ্ঞান প্রয়োজন। ওই জ্ঞান প্রত্যক্ষজ্ঞান হতে পারে আবার পরোক্ষজ্ঞানও হতে পারে। জ্ঞানের বিষয় মাত্রই সদ্‌বস্তু হবে। কাজেই পদার্থমাত্রই সদ্‌বস্তু। আবার, পদার্থ **অভিধেয় অর্থাৎ নামের দ্বারা বাচ্য**। ঘট পদার্থকে 'ঘট' নামে, পট পদার্থকে 'পট' নামে অভিহিত করা হয়। ঘট পট জাতীয় পদার্থ মাত্রই প্রথমত জ্ঞেয় এবং দ্বিতীয়ত অভিধেয়।

মহর্ষি গৌতম তাঁর **ন্যায়দর্শনে ষোলো প্রকার পদার্থের উল্লেখ করলেও কণাদ মুণির বৈশেষিক দর্শনে সাত প্রকার পদার্থের উল্লেখ আছে।** এ সব পদার্থকে আবার দুটি প্রকারে বিন্যস্ত করা হয়েছে : **(ক) ভাব পদার্থ** ও **(খ) অভাব পদার্থ**। অস্তিমূলক পদার্থ ভাবপদার্থ। নাস্তিমূলক পদার্থ অভাব পদার্থ। কোনো কিছুর অস্তিত্ব যেমন পদার্থ, তার নাস্তিত্বও তেমনি পদার্থ, কেননা তারা উভয়েই জ্ঞানের বিষয় (জ্ঞেয়) এবং অভিধেয় (নামের দ্বারা বাচ্য)। বস্তুবাদী বৈশেষিক মতে, জ্ঞানের বিষয় জ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল নয়, জ্ঞানের বিষয় জ্ঞানাতিরিক্ত সদ্‌বস্তু। **অভাব 'জ্ঞানের বিষয়' হওয়ায়, অভাবও সদ্‌বস্তু।** ভাব পদার্থের যেমন অস্তিত্ব আছে, অভাব পদার্থেরও তেমনি অস্তিত্ব আছে। 'ভূতলে ঘট আছে' বললে যেমন ভূতলে ঘটের অস্তিত্বের জ্ঞান হয়, তেমনি 'ভূতলে ঘটের অভাব আছে' বললে ভূতলে ঘটের নাস্তিত্বের জ্ঞান হয়। ভাব এবং অভাব উভয়েই জ্ঞানের বিষয়রূপে সদ্‌বস্তু।

ভাব পদার্থ ছয়টি। যথা—**(১) দ্রব্য, (২) গুণ, (৩) কর্ম, (৪) সামান্য, (৫) বিশেষ** এবং **(৬) সমবায়। নাস্তিমূলক সপ্তম পদার্থটি হচ্ছে (৭) অভাব।**

বৈশেষিকসম্মত পদার্থের শ্রেণিবিন্যাসটি এপ্রকার—

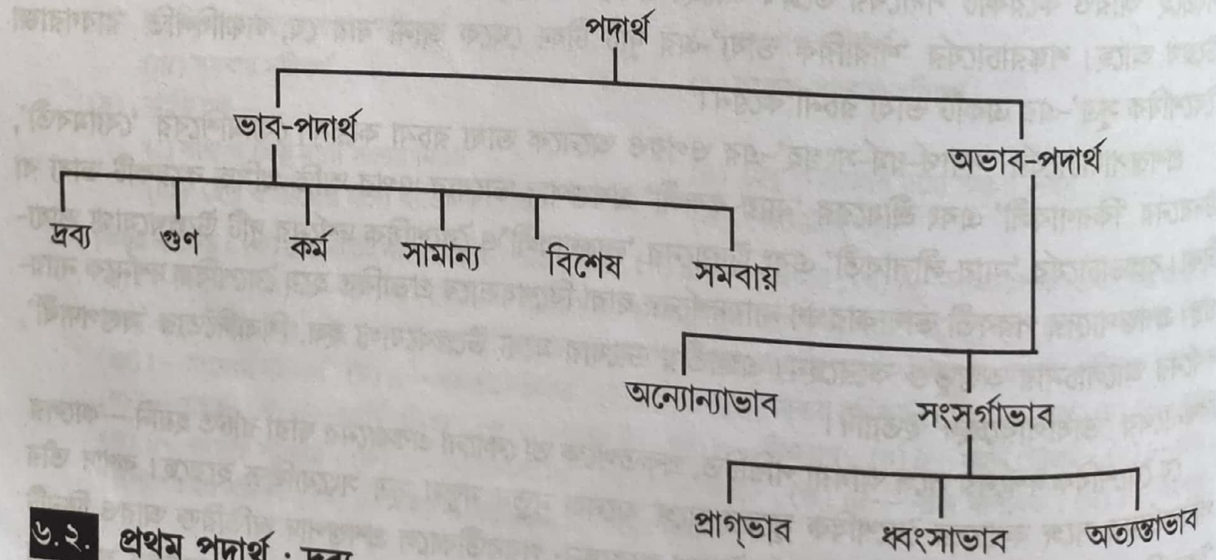

৬.২. প্রথম পদার্থ : দ্রব্য
Substance

বৈশেষিক-সম্মত সপ্ত পদার্থের মধ্যে **দ্রব্য** অন্যতম পদার্থ। দ্রব্যের লক্ষণ

সমবায়িকারণম্'। অর্থাৎ দ্রব্য হচ্ছে গুণ ও ক্রিয়ার আশ্রয় এবং সেই দ্রব্যজাত কার্যের সমবায়িকারণ। দ্রব্য ও গুণের, দ্রব্য ও কর্মের সম্বন্ধ সমবায় সম্বন্ধ। দ্রব্য ছাড়া গুণ অথবা ক্রিয়া থাকতে পারে না, যদিও গুণ ও কর্ম ছাড়া দ্রব্য থাকতে পারে। কাজেই, গুণ ও ক্রিয়ার আশ্রয় হলেও দ্রব্য, গুণ ও ক্রিয়া থেকে স্বতন্ত্র। উৎপত্তির প্রথম ক্ষণে দ্রব্যে কোনো গুণ থাকে না ; দ্বিতীয় ক্ষণে দ্রব্যে গুণের আবির্ভাব হয়। দ্রব্য হচ্ছে তার গুণের সমবায়িকারণ, এবং কারণ কার্যের পূর্বে থাকে বলে উৎপত্তি-ক্ষণে দ্রব্যে কোনো গুণ থাকে না। উৎপত্তির পরক্ষণ থেকে গুণ সমবায় সম্বন্ধে দ্রব্যে থাকে ও দ্রব্যের বিনাশকাল পর্যন্ত অবস্থান করে। **দ্রব্যই কেবল কোনো কার্যের সমবায়িকারণ (উপাদান কারণ) হতে পারে।** যেমন— তন্তু। তন্তু হচ্ছে বস্ত্রের উপাদান কারণ বা সমবায়িকারণ। **গুণ ও কর্ম কেবল কার্যের অসমবায়িকারণ হয়।** যেমন, তন্তুরূপ (গুণ) বস্ত্ররূপের অসমবায়িকারণ, তন্তুসংযোগ (ক্রিয়া) বস্ত্রের অসমবায়িকারণ।

বৈশেষিক মতে, গুণ ও ক্রিয়ার প্রত্যক্ষকালে আমরা তাদের আধার দ্রব্যকেও প্রত্যক্ষ করি। যখন আমরা লাল ঘটকে প্রত্যক্ষ করি তখন সেই লাল রঙের আশ্রয় ঘট-দ্রব্যটিকেও প্রত্যক্ষ করি। অনেকে গুণের আশ্রয়রূপে দ্রব্যকে স্বীকার করলেও দ্রব্যের প্রত্যক্ষজ্ঞান স্বীকার করেন না। দৃষ্টান্তস্বরূপ পাশ্চাত্য দার্শনিক জন লকের (Locke) নাম উল্লেখ করা যায়। লকের মতে, গুণকে সরাসরি প্রত্যক্ষ করা গেলেও গুণের আশ্রয় যে দ্রব্য, তাকে প্রত্যক্ষ করা যায় না ; গুণের আশ্রয়রূপে দ্রব্যকে অনুমান করতে হয়। কিন্তু **বৈশেষিক মতে, আমরা যেমন গুণ প্রত্যক্ষ করি, তেমনি দ্রব্যও প্রত্যক্ষ করি।** ঘটের লাল রঙের প্রত্যক্ষকালে রঙের আশ্রয় ঘটকেও প্রত্যক্ষ করি। আমরা কেবল লাল রং প্রত্যক্ষ করি না, আবার কেবল ঘট-ও প্রত্যক্ষ করি না,— আমাদের প্রত্যক্ষের বিষয় হয় 'লাল ঘট'। এই প্রত্যক্ষকালে লাল রংটি গুণরূপে এবং ঘটটি গুণীরূপে প্রতিভাত হয়। কাজেই, গুণের ন্যায় গুণী অর্থাৎ দ্রব্যও আমাদের প্রত্যক্ষের বিষয়। অবশ্য, যে-কোনো ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই দ্রব্যের প্রত্যক্ষ হয় না, **কেবল চক্ষুরিন্দ্রিয় ও ত্বগেন্দ্রিয় দ্বারাই দ্রব্যের প্রত্যক্ষ হয়।**

বৈশেষিক মতে, দ্রব্য নয় প্রকার। যথা—**(১) ক্ষিতি, (২) অপ্, (৩) তেজ, (৪) মরুৎ, (৫) আকাশ, (৬) দিক্, (৭) কাল, (৮) আত্মা ও (৯) মন। বৈশেষিকরা এই নয়টি দ্রব্যের সাহায্যে সমগ্র জগতের ব্যাখ্যা করেছেন।**

ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও আকাশ :

নয়টি দ্রব্যের সব কয়টি জড়দ্রব্য নয়। প্রথম পাঁচটি অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম বা আকাশ জড়দ্রব্য। এই পাঁচটি জড়দ্রব্য বা ভৌতিক দ্রব্যকে **'পঞ্চভূত'** বলা হয়। পঞ্চভূতের প্রত্যেকটির নিজ নিজ বিশেষ এক গুণ আছে। ক্ষিতির বিশেষ গুণ **গন্ধ**; অপ্ বা জলের বিশেষ গুণ **রস** (স্বাদ) ; তেজের (আগুনের) বিশেষ গুণ **রূপ** বা বর্ণ ; মরুৎ বা বায়ুর বিশেষ গুণ **স্পর্শ** এবং আকাশের বিশেষ গুণ **শব্দ**। ক্ষিতিরই কেবল গন্ধ আছে। অন্য দ্রব্যতে ক্ষিতির মিশ্রণ থাকলে তবেই গন্ধ পাওয়া যায়। যেমন—জলে বা বায়ুতে যদি গন্ধ পাওয়া যায় তাহলে বুঝতে হবে যে সেই জলের সঙ্গে বা বায়ুর সঙ্গে গন্ধযুক্ত ক্ষিতির মিশ্রণ আছে। অপরাপর গুণ সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য।

আমরা পাঁচটি বাহ্য-ইন্দ্রিয়ের দ্বারা এই পাঁচটি গুণ—গন্ধ, স্বাদ, বর্ণ, স্পর্শ ও শব্দ—প্রত্যক্ষ করি। একটি বিশেষ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কেবল একটি বিশেষ গুণেরই প্রত্যক্ষ হয়। **ন্যায়-বৈশেষিক অভিমত হল—যে ইন্দ্রিয় যে বিশেষ গুণটি প্রত্যক্ষ করে, সেই ইন্দ্রিয় সেই গুণের আশ্রয় যে ভূত-দ্রব্য তার দ্বারা উৎপন্ন।** নাসিকা ইন্দ্রিয় দ্বারা আমরা কেবল গন্ধ প্রত্যক্ষ করি, কেননা ওই ইন্দ্রিয় ক্ষিতির কণিকা দ্বারা উৎপন্ন। জিহ্বা ইন্দ্রিয় দ্বারা আমরা কেবল স্বাদ প্রত্যক্ষ করি, কেননা ওই ইন্দ্রিয় জলের কণিকা দ্বারা উৎপন্ন ; চক্ষু ইন্দ্রিয় দ্বারা আমরা কেবল রূপ বা বর্ণ প্রত্যক্ষ করি, কেননা ওই ইন্দ্রিয় তেজের (আগুনের) কণিকা দ্বারা উৎপন্ন ; এবং কর্ণেন্দ্রিয় দ্বারা আমরা কেবল শব্দ প্রত্যক্ষ করি, কেননা, ওই ইন্দ্রিয় আকাশ ভিন্ন অন্য কিছু নয়।

ক্ষিতি, অপ্, তেজ ও মরুৎ—এই চতুর্ভূতের পরমাণুগুলি নিত্য, কেননা পরমাণু নিরংশ হওয়ায় তাদের উৎপত্তি ও বিনাশ নেই। চতুর্ভূতের পরমাণু থেকে উৎপন্ন যৌগিক দ্রব্য মাত্রই অনিত্য, কেননা সেসব সাবয়ব বা অংশযুক্ত। সাবয়ব বস্তুমাত্রেরই উৎপত্তি ও বিনাশ আছে, তাই সেসব অনিত্য। **এইসব যৌগিক ও অনিত্য দ্রব্য প্রত্যক্ষগ্রাহ্য। পরমাণু প্রত্যক্ষগ্রাহ্য নয়, অনুমানের সাহায্যে পরমাণুর অস্তিত্ব জানা যায়।**

আকাশ পঞ্চম ভৌতিক দ্রব্য এবং শব্দ গুণের আশ্রয়। আকাশ বিভু পরিমাণ হওয়ায় নিরবয়ব। আকাশ প্রত্যক্ষগ্রাহ্য নয়, অনুমানসিদ্ধ। শব্দ প্রত্যক্ষের দ্বারা আকাশের অস্তিত্ব অনুমান করা হয়। প্রত্যক্ষগ্রাহ্য শব্দ গুণটি চতুর্ভূতের (ক্ষিতি, অপ্, তেজ ও মরুতের) কোনোটিরও বিশিষ্ট গুণ নয় ; কাজেই শব্দ গুণের আশ্রয়দ্রব্যস্বরূপ পঞ্চম এক ভূত-দ্রব্যের অনুমান করতে হয় এবং সেই দ্রব্যই আকাশ। ন্যায়-বৈশেষিক মতে, কর্ণেন্দ্রিয় আকাশ ভিন্ন অন্য কিছু নয়। আকাশ এক ও অনন্ত হওয়ায় আকাশের অংশ নেই, অর্থাৎ পরমাণু নেই। এজন্য কর্ণেন্দ্রিয়কে আকাশের পরমাণু দ্বারা গঠিত বলা যায় না। কর্ণেন্দ্রিয়ই আকাশ। কর্ণশষ্কুলির (cochlea) মধ্যে আবদ্ধ আকাশই হচ্ছে কর্ণেন্দ্রিয়। আকাশের অনিত্য অবস্থা নেই। আকাশ নিত্য দ্রব্য।

দিক্ আকাশের মতো নিত্য, বিভু ও নিরবয়ব। দিক্ এক, অনেক নয়। দিক্ অখণ্ড, সখণ্ড নয়। আমরা আমাদের সুবিধার জন্য এক, অখণ্ড, অনন্ত দিক্‌কে বিভিন্ন খণ্ডাংশে বিভক্ত করি। **দিক্ বা দেশ অতীন্দ্রিয় দ্রব্য**, প্রত্যক্ষগোচর নয়। **বিভিন্ন বস্তুর পারস্পরিক অবস্থান প্রত্যক্ষ করে আমরা দিকের অনুমান করি।** জাগতিক বস্তুসমূহ নানান দৈশিক সম্পর্কে আবদ্ধ হয়ে অবস্থান করে, যেমন—'নিকট-দূর', 'ওপর-নীচ', 'উত্তর-দক্ষিণ' ইত্যাদি। এসব দৈশিক সম্পর্কের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আমরা দিকের বা দেশের অনুমান করি। দিক্ আছে বলেই জড়বস্তুসমূহের সংযোগ, বিভাগ ও পরিমাপ সম্ভব হয়। **দিক্ কোনো জড় দ্রব্য নয়, অজড় দ্রব্য**। নিরংশ হওয়ায় **দিকের উৎপত্তি বা বিনাশ নেই।**

কালও দিকের ন্যায় নিত্য, বিভু ও নিরবয়ব **অজড় দ্রব্য**। কালও এক, একাধিক নয়। দিকের ন্যায় কালও অখণ্ড, সখণ্ড নয়। আমরা আমাদের সুবিধার জন্য এক, অখণ্ড, অনন্ত কালকে বিভিন্ন খণ্ডাংশে বিভক্ত করি। **কাল অতীন্দ্রিয় দ্রব্য, কালের প্রত্যক্ষ হয় না। ঘটনার পূর্বাপর বা সহাবস্থান প্রত্যক্ষ করে আমরা কালের অনুমান করি**। কাল এক নিরবচ্ছিন্ন গতি বা প্রবাহ। কালের মধ্যে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বলে বস্তুত কিছু নেই। ওই সব উপাধির দ্বারা কালকে বিশিষ্ট করে আমাদের বস্তু ও ঘটনার অভিজ্ঞতা হয় এবং সেসব অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই আমরা **কালের অনুমান করি। জড়জগৎ কালে আশ্রিত**। কালের মধ্যে আশ্রিত হওয়ায় জাগতিক বস্তু ও ঘটনাসমূহের কালের মধ্যেই উৎপত্তি, বৃদ্ধি ও বিনাশ হয়। তবে, কালের উৎপত্তি ও বিনাশ নেই। **কাল এক নিত্য দ্রব্য।**

আত্মা দুই প্রকার—জীবাত্মা ও পরমাত্মা। উভয়ই নিত্য, বিভু এবং জ্ঞান প্রভৃতি গুণের আশ্রয়। জীবাত্মার জ্ঞান অনিত্য। পরমাত্মার জ্ঞান নিত্য। জীবাত্মা অনেক, পরমাত্মা এক। আত্মা **প্রত্যক্ষসিদ্ধ নয়, অনুমানসিদ্ধ।**

মন নিত্য ও অণুপরিমাণ দ্রব্য। মন হচ্ছে অন্তরিন্দ্রিয়—জীবাত্মার সুখ-দুঃখ প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করার জন্য মন হচ্ছে অন্তর ইন্দ্রিয়। আত্মার জ্ঞান মনের সহযোগে হয়। **মন ভৌতিক (জড়) দ্রব্য নয়, অভৌতিক দ্রব্য**। মন একটি নয়, অনেক। অণুপরিমাণ হওয়ায় **মন প্রত্যক্ষসিদ্ধ নয়, অনুমানসিদ্ধ।**

৬.৩. বৈশেষিক পরমাণুবাদ*
Vaiśeṣika Atomism

বৈশেষিক স্বীকৃত নয়টি দ্রব্যের মধ্যে আকাশ, দিক, কাল ও আত্মা নিত্য ও বিভু অর্থাৎ সর্বব্যাপী। মনও নিত্যদ্রব্য কিন্তু অণুপরিমাণ বিশিষ্ট। **ক্ষিতি, অপ্, তেজ ও বায়ুর দুটি অবস্থা—নিত্য অবস্থা ও অনিত্য অবস্থা**। চতুর্ভূতের পরমাণুগুলি নিত্য, কিন্তু পরমাণু সংযোগে উৎপন্ন যৌগিকবস্তুসমূহ অনিত্য।

জগতের যৌগিক বস্তুমাত্রই সাবয়ব অর্থাৎ সাংশ। সাংশ বস্তুমাত্রেরই উৎপত্তি ও বিনাশ আছে। অংশ সংযোজনে তাদের উৎপত্তি, অংশ বিয়োজনে তাদের বিনাশ। যেমন, ঘট। দুটি কপাল সংযোগে ঘটের উৎপত্তি, আর ওই সংযোগ বিচ্ছিন্ন হলে ঘটের বিনাশ। যারই উৎপত্তি আছে তাই কার্য এবং কার্যমাত্রই কারণপ্রসূত। কাজেই ঘট, পট প্রভৃতি জাগতিক সাবয়ব বস্তু কার্য হওয়ায় তাদেরও কারণ আছে। কারণ দুই প্রকার—**উপাদানকারণ** ও **নিমিত্তকারণ**।

* নৈয়ায়িকগণও পরমাণুবাদী এবং তাঁরা একই অভিমত পোষণ করেন।

Scanned with CamScanner

বৈশেষিক মতে, **যৌগিক সাবয়ব বস্তুর উপাদানকারণ হল পরমাণু**। জগতের যে-কোনো যৌগিক বস্তুকে, যেমন—ঘটকে, অংশে বিভক্ত করে সেইসব বিভক্ত অংশগুলিকেও ক্রমাগত বিভক্ত করলে অন্তিম পর্যায়ে এমন কতকগুলি অতি সূক্ষ্ম জড় কণা পাওয়া যায় যা অবিভাজ্য ও অচ্ছেদ্য। **এসব অবিভাজ্য, অচ্ছেদ্য অর্থাৎ নিরংশ জড় কণাই হচ্ছে পরমাণু**।

পরমাণু হচ্ছে জড়বস্তুর ক্ষুদ্রতম, অবিভাজ্য, অচ্ছেদ্য, নিরেট উপাদান—পরমাণুর মধ্যে কোনো ফাঁক বা শূন্যস্থান নেই। নিরংশ হওয়ায় পরমাণুর উৎপত্তি ও ধ্বংস নেই। পরমাণু নিত্য ও নিরবয়ব। পরমাণু যৌগিক বস্তুসমূহের উপাদানকারণ হলেও পরমাণুর কোনো কারণ নেই। পরমাণু সংখ্যায় বহু এবং এক পরমাণুর সঙ্গে অন্য পরমাণুর পরিমাণগত কোনো পার্থক্য নেই। **সব পরমাণুর পরিমাণ ও আকার একই প্রকার**। সব পরমাণুর পরিমাণ—অণুপরিমাণ। সব পরমাণুর আকার—গোলাকার।

পরিমাণগত পার্থক্য না থাকায় **পরমাণু নিশ্চল ও গতিহীন**। পরমাণুর নিজস্ব কোনো শক্তি নেই। তবে, পরিমাণগত তারতম্য না থাকলেও **পরমাণুদের মধ্যে গুণগত তারতম্য আছে**। সব পরমাণুর গুণ **বা ধর্ম অভিন্ন নয়। এক জাতীয় পরমাণুর** একটি বিশিষ্ট গুণ আছে। ক্ষিতির পরমাণুর বিশিষ্ট গুণ গন্ধ, জলের পরমাণুর রস বা স্বাদ, তেজের পরমাণুর রূপ, এবং বায়ুর পরমাণুর স্পর্শ। **এক জাতীয় পরমাণুর সঙ্গে ভিন্নজাতের পরমাণুর গুণগত পার্থক্য আছে।**

পরমাণু অতীন্দ্রিয়। তবে, পরমাণুর লৌকিক প্রত্যক্ষ সম্ভব না হলেও, **যোগজ প্রত্যক্ষের এবং অনুমানের দ্বারা পরমাণুর অস্তিত্ব জানা যায়।**

পরমাণুগুলি নিষ্ক্রিয় ও গতিহীন হওয়ায় তারা নিজ শক্তিতে পরস্পর মিলিত হয়ে জগৎ রচনা করতে পারে না। পরমাণু-সংযোগের জন্য, একারণে, বাহ্যশক্তির প্রয়োজন হয়। প্রাচীন বৈশেষিকদের মতে, জীবের কর্ম থেকে জাত **অদৃষ্টশক্তিই** নিমিত্তকারণরূপে পরমাণুগুলিকে সংযুক্ত করে এবং জীবের কর্মফল লাভের উপযোগী জগৎ রচনা করে। কিন্তু পরবর্তী বৈশেষিকগণ **ঈশ্বরকেই** জগতের নিমিত্তকারণ বলেন। অন্ধ, অচেতন অদৃষ্টশক্তির দ্বারা কোনো পরিকল্পনা অনুসারে জগৎ-রচনা সম্ভব নয়। সর্বজ্ঞ ও সর্বক্ষম ঈশ্বরই, জীবের অদৃষ্টশক্তি বিবেচনা করে, তাকে ফলদানের উদ্দেশ্যে, পরমাণুর সাহায্যে, জগৎ রচনা করেন। বৈশেষিক মতে, **জগতের উৎপত্তি যান্ত্রিক নয়, জগতের উৎপত্তি পরিকল্পনামাফিক, উদ্দেশ্যমূলক**। যান্ত্রিকতার মাধ্যমে নয়, উদ্দেশ্যসাধকতার মাধ্যমেই জগতের উৎপত্তির সঠিক ব্যাখ্যা সম্ভব।

জগতের উপাদানকারণ পরমাণু, নিমিত্তকারণ ঈশ্বর। ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টির জন্য নিশ্চল পরমাণুগুলির মধ্যে গতির সঞ্চার করেন। পরমাণুর মধ্যে গতি সঞ্চারিত হলে দুটি পরমাণুর সংযোগে উৎপন্ন হয় **দ্ব্যণুক** (dyad)। পরমাণু ও দ্ব্যণুক অতীন্দ্রিয়, প্রত্যক্ষগ্রাহ্য নয়। তিনটি দ্ব্যণুকের সংযোগে উৎপন্ন হয় **ত্র্যণুক** (triad) বা **ত্রসরেণু**। 'ত্রসরেণু' অর্থে গতিশীল কণা। ত্রসরেণুর মধ্যেই প্রথম গতি সঞ্চারিত হয়। ত্রসরেণু প্রত্যক্ষগোচর ক্ষুদ্রতম গতিশীল কণা। নির্মল সূর্যালোকের প্রতি তাকালে সেখানে দেখা যায় অতিসূক্ষ্ম কিছু ভাসমান পদার্থ। ত্রসরেণু এজাতীয়। ত্র্যণুক বা ত্রসরেণু থেকে উৎপন্ন হয় **চতুরণুক**—চারটি ত্র্যণুকের সংযোগে চতুরণুক। এভাবে, দুটি পরমাণু থেকে দ্ব্যণুক, তিনটি দ্ব্যণুক থেকে ত্র্যণুক, চারটি ত্র্যণুক থেকে চতুরণুক ইত্যাদি সূক্ষ্ম থেকে স্থূল, স্থূল থেকে স্থূলতর ঘট পট জাতীয় জাগতিক বস্তুর উৎপত্তি হয়।

উল্লেখযোগ্য যে, বৈশেষিক মতে, যে কোনো পরমাণুর সঙ্গে যে-কোনো পরমাণু সংযুক্ত হয়ে দ্ব্যণুক, ত্র্যণুক ইত্যাদি উৎপন্ন হতে পারে না। **এক জাতীয় পরমাণু সংযুক্ত হয়েই দ্ব্যণুক, ত্র্যণুক ইত্যাদি উৎপন্ন হয়।** দুটি ক্ষিতির পরমাণু সংযুক্ত হয়ে একটি ক্ষিতির দ্ব্যণুক, দুটি জলের পরমাণু সংযুক্ত হয়ে একটি জলের দ্ব্যণুক—এভাবে দুটি সমজাতীয় পরমাণু সংযুক্ত হয়েই দ্ব্যণুক উৎপন্ন হয়। ত্র্যণুক ও চতুরণুক সম্পর্কেও এ কথা প্রযোজ্য। এভাবে, সমজাতীয় পরমাণু, দ্ব্যণুক, ত্র্যণুক, চতুরণুক প্রভৃতি মিলিত হয়ে ক্রমশ স্থূল থেকে স্থূলতর ক্ষিতি, অপ্, তেজ ও মরুৎ—এই চতুর্ভূতের উৎপত্তি হয় এবং **সেইসব চতুর্ভূতের পারস্পরিক সংযোগেই জাগতিক বস্তুসমূহের উৎপত্তি হয়।**

Scanned with CamScanner

কোন কোন টীকাকার বলেন উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ ইত্যাদিও গমনেরই অন্তর্ভুক্ত। তবে কণাদ মুনি তা করেননি। তাই উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ ইত্যাদিকে গমন-ভিন্ন কর্ম ব'লে উল্লেখ করা হয়।

কর্ম চারক্ষণ থাকে; পঞ্চম ক্ষণে বিনষ্ট হয়। মূর্ত্ত দ্রব্য অর্থাৎ সীমিত পরিমাণ বিশিষ্ট দ্রব্যেই কর্ম থাকে। বিভু দ্রব্যে কর্ম থাকেনা। কর্মের সঙ্গে ঐ কর্মের আধার যে দ্রব্য, তার সমবায় সম্বন্ধ। কর্ম দ্রব্যে সমবেত হ'য়েই উৎপন্ন হয়। আশ্রয় দ্রব্যই আশ্রিত কর্মের সমবায়িকারণ; বেগ নামক গুণ অ-সমবায়িকারণ।

সামান্য

'সামান্য' কথাটির সাধারণ অর্থ একাধিক বস্তুর সমান ধর্ম। বহু বস্তুর মধ্যে যে-ধর্ম থাকে, তাই তাদের সমান ধর্ম। যেমন মনুষ্যত্ব সকল মানুষের সমান ধর্ম; গোত্ব সকল গরুর সমান ধর্ম।

এই সমান ধর্ম রূপ পদার্থটি যখন নিত্য হয়, এবং যে পদার্থগুলির তা সমান ধর্ম, সেই পদার্থগুলিতে সমবায়[১] সম্বন্ধে থাকে, তখন তাকে বলে 'জাতি'। অতএব জাতি হ'লে, তা সামান্য হবেই; কিন্তু যে-কোন সামান্য জাতি হয়না। মনুষ্যত্ব রূপ যে সামান্য, তা জাতি; কারণ, মনুষ্যত্ব পদার্থটি নিত্য এবং তা সকল মানুষে সমবায় সম্বন্ধে থাকে। কিন্তু ঘটের অভাব, পটের অভাব ইত্যাদির সমান ধর্ম যে অভাবত্ব, তা জাতি নয়; কারণ, অভাবত্ব সকল অভাবের সমান ধর্ম হ'লেও তা বিভিন্ন অভাবে সমবায় সম্বন্ধে থাকেনা। ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে যখন সামান্যকে সাতটি পদার্থের অন্যতম বলা হ'য়েছে, তখন সামান্যকে জাতি অর্থেই গ্রহণ করা হ'য়েছে।

জাতির লক্ষণ দেওয়া হ'য়েছে ঃ নিত্যত্বে সতি অনেক-সমবেতত্বম্। যা নিজে নিত্য হ'য়ে, অনেকের মধ্যে সমবায়-সম্বন্ধে থাকে, তাই জাতি। এই লক্ষণটিকে ব্যাখ্যা করলে জাতি পদার্থটির যে বৈশিষ্ট্যগুলি পাই, তা হ'চ্ছে ঃ

(১) জাতি রূপ সামান্য অনেকানুগত পদার্থ। অনেকানুগত বল্‌তে কি বুঝি? যা এক হয়ে অনেকের মধ্যে একই সময়ে ঘিদ্যমান। যেমন, একই মনুষ্যত্ব একই সময়ে সব মানুষের মধ্যে রয়েছে।

---

(১) সমবায় সম্বন্ধ সম্বন্ধে আলোচনা দেখ।

Scanned with CamScanner

(২) সামান্যের এই যে অনেকের মধ্যে থাকা বা অনেক-বৃত্তিত্ব, তা বিশেষ এক সম্বন্ধে বৃত্তিত্ব। এই সম্বন্ধকে বলে সমবায়। এই সম্বন্ধের বিশেষ আলোচনা আমরা পরে করব। এখন শুধু এটুকু বললেই হবে যে, এই সম্বন্ধ এমন দুটি পদার্থের সম্বন্ধ যারা, তাদের উভয়ের বিদ্যমান অবস্থায়, পরস্পরকে ছেড়ে থাকতে পারেনা। জাতি বল্‌তে যে অনেকানুগত পদার্থ বুঝি, তা অনেকে এই সমবায় সম্বন্ধে অনুগত। যেমন মনুষ্যত্ব সমবায় সম্বন্ধে বিভিন্ন মানুষে থাকে; ঘটত্ব সমবায়-সম্বন্ধে সকল ঘটে থাকে।

(৩) জাতি রূপ সামান্য পদার্থটি নিত্য, অর্থাৎ এর উৎপত্তিও নেই, বিনাশও নেই। বিশেষ বিশেষ মানুষের উৎপত্তি ও বিনাশ আছে; কিন্তু মনুষ্যত্বের উৎপত্তিও নেই, বিনাশও নেই। কোন একটি মানুষের উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে যে সেই মানুষের মনুষ্যত্বের উৎপত্তি হয়না, তা একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যায়। ঐ মানুষটির উৎপত্তির আগে অন্য যে মানুষ উৎপন্ন হ'য়েছে, তাতেও মনুষ্যত্ব আছে। আর মনুষ্যত্ব তো একই পদার্থ। যে মনুষ্যত্ব ঐ বিশেষ মানুষটিতে আছে, সেই মনুষ্যত্বই তার পূর্বে উৎপন্ন হ'য়েছে অন্যান্য যে-সব মানুষ, তাদের মধ্যেও আছে। কাজেই বিশেষ কোন মানুষের উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে সেই মানুষে একটি নোতুন মনুষ্যত্বের উৎপত্তি হয়না। কোন বিশেষ মানুষের বিনাশেও মনুষ্যত্বের বিনাশ হয়না। ন্যায়-বৈশেষিকগণ বলেন যে, যদি সব মানুষ বিনষ্ট হ'য়ে যায়, তাহ'লেও মনুষ্যত্ব বিনষ্ট হবেনা। অবশ্য, সে অবস্থায় মনুষ্যত্বের প্রকাশ ঘটবেনা। ব্যক্তির মাধ্যমেই জাতি ব্যঞ্জনা পায়। যে জাতির অন্তর্ভুক্ত সকল ব্যক্তি বিনষ্ট হ'য়ে গেছে, সে জাতি, অপ্রকাশিত অবস্থায়, কালকে আশ্রয় ক'রে থাকে। কাল জগতের আধার। অতএব যে জাতির ব্যক্তি নেই, তার আশ্রয় কাল হ'তে কোন বাধা নেই। আবার ঐ জাতীয় কোন ব্যক্তি উৎপন্ন হ'লেই, তার মাধ্যমে ঐ জাতি প্রকাশিত হয়। সুতরাং জাতি ব্যক্তির ওপর নির্ভর করে তার প্রকাশের জন্য। ব্যক্তি থাকুক বা না থাকুক, জাতির সত্তার কোন হানি হয়না। জাতির সত্তা ব্যক্তি-নিরপেক্ষ। কিন্তু জাতি ছাড়া ব্যক্তির অস্তিত্বই সম্ভব নয়। একটি মানুষ মনুষ্যত্ব বিশিষ্ট হ'য়েই উৎপন্ন হয় এবং যতকাল মানুষটি থাকে, মনুষ্যত্ব বিশিষ্ট হ'য়েই থাকে।

জাতি স্বীকারের যুক্তি

এই জাতি ব'লে পদার্থ স্বীকার না করলে, আমরা আমাদের অনুগত ব্যবহারের ব্যাখ্যা দিতে পারিনা। রাম, শ্যাম, যদু, মধুর মধ্যে অনেক পার্থক্য

Scanned with CamScanner

আছে। কিন্তু তবু এদের প্রত্যেককে আমরা 'মানুষ' শব্দের দ্বারা বুঝিয়ে থাকি। একে বলে অনুগত ব্যবহার। এই অনুগত ব্যবহার সম্ভব হয়, অনুগত প্রতীতির জন্য। অনুগত প্রতীতি অর্থ বহু পদার্থ বিষয়ে একই রকমের বুদ্ধি বা জ্ঞান। রাম, শ্যাম, যদু, মধু সম্বন্ধে আমাদের 'এ মানুষ', 'এ মানুষ', 'এও মানুষ'—এই রকমের অনুগত প্রতীতি হয়। এই অনুগত প্রতীতি উপপন্ন হয়, যদি আমরা স্বীকার করি, রাম, শ্যাম, যদু, মধু ইত্যাদি প্রত্যেক মানুষে, তাদের অনেক পার্থক্য সত্ত্বেও, একই মনুষ্যত্ব পদার্থ আছে। বিভিন্ন মানুষে মনুষ্যত্ব নামক অনুগত বিষয় স্বীকার না করলে, নানা মানুষ সম্বন্ধে 'মানুষ', 'মানুষ' ব'লে যে অনুগত প্রতীতি হয়, তাকে ব্যাখ্যা ক'রব কি করে ? এই জন্যই ন্যায়-বৈশেষিক বলেন, অনুগত প্রতীতি সামান্যের অস্তিত্ব প্রমাণ করে।

কেউ প্রশ্ন তুলতে পারেন : অনুগত প্রতীতির বিষয় রূপে সামান্য পদার্থকে মান্‌ব কেন ? 'মানুষ', 'মানুষ' রূপে আমাদের যে অনুগত প্রতীতি হয়, তার বিষয় তো মানুষের আকৃতিই হ'তে পারে। বস্তুর আকৃতি হ'চ্ছে তার অংশ বা অবয়ব সমূহের এক বিশেষ রকমের সংযোগ। হাত, পা, মাথা ইত্যাদির বিলক্ষণ সংযোগই মানুষের আকৃতি। এই আকৃতির দ্বারাই যদি অনুগত প্রতীতিকে ব্যাখ্যা করা চলে, তাহ'লে আকৃতি থেকে ভিন্ন মনুষ্যত্ব ব'লে সামান্য পদার্থকে স্বীকার ক'রব কেন ?

ন্যায়-বৈশেষিক দার্শনিকদের উত্তর হ'চ্ছে, জাতি এবং আকৃতি এক নয়। মনুষ্যত্ব এবং মনুষ্যাকৃতি এক নয়। আকৃতি জাতির ব্যঞ্জক মাত্র। ব্যঙ্গ্য ও ব্যঞ্জক এক নয়। অনুগত আকৃতির মাধ্যমে জাতির ব্যঞ্জনা ঘটলে, সেই জাতির প্রত্যক্ষ হয়। কিন্তু প্রত্যক্ষ না হ'লেও, জাতি অনুমানের দ্বারা সিদ্ধ হ'তে পারে। নয়টি দ্রব্যের কোন অনুগত আকৃতি নেই। কিন্তু অনুমানের দ্বারা এই নবদ্রব্য-সাধারণ দ্রব্যত্ব জাতি সিদ্ধ হয়।[১] তাছাড়া জাতির প্রত্যক্ষের জন্যও যে সব সময়ে অনুগত আকৃতি প্রত্যক্ষ করা প্রয়োজন, তা নয়। মৃত্তিকাত্ব, সুবর্ণত্ব প্রভৃতি জাতি মৃত্তিকা বা সুবর্ণে যে রূপ আছে, সেই রূপের দ্বারা ব্যঞ্জনা পায়। ব্রাহ্মণত্ব জাতির প্রত্যক্ষ ব্রাহ্মণ ব্যক্তির আকৃতির প্রত্যক্ষের ওপর নির্ভর করেনা। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের একই আকৃতি। কিন্তু যদি কারুর কোন ব্রাহ্মণ ব্যক্তিতে ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী জন্যত্বের জ্ঞান থাকে, অর্থাৎ, জানা থাকে যে, ঐ ব্যক্তির পিতা ব্রাহ্মণ, মাতা ব্রাহ্মণী, তবে ঐ রকম জ্ঞান সহকৃত ব্রাহ্মণ ব্যক্তির প্রত্যক্ষ হ'লে ব্রাহ্মণত্বেরও প্রত্যক্ষ হবে। তাছাড়া পাথরে

---

(১) দ্রব্যত্ব জাতি সিদ্ধির যুক্তি আমরা আগে দেখিয়েছি। সে আলোচনা দেখ।

আমরা এই পরা ও অপরা জাতির পার্থক্য অন্যভাবেও করতে পারি। যে-জাতি অন্য কোন জাতির ব্যাপ্য নয়, সকল জাতিরই ব্যাপক, তাই হ'চ্ছে পরা জাতি।[১] যে জাতি অন্য কোন জাতির ব্যাপ্য, তাই অপরা জাতি।[২]

কেউ কেউ ব'লেছেন, জাতি তিন প্রকার—পরা, অপরা এবং পরাপরা। যে জাতি অপর সকল জাতির ব্যাপক, তাই পরা জাতি, যেমন সত্তা। যে জাতি কোন জাতিরই ব্যাপক নয়, অন্য জাতির ব্যাপ্যই শুধু, তাকে বলে অপরা জাতি, যেমন ঘটত্ব, পটত্ব ইত্যাদি। যে জাতি কোন জাতির ব্যাপক আবার অপর কোন জাতির ব্যাপ্য, তা হ'চ্ছে পরাপরা জাতি। যেমন দ্রব্যত্ব। দ্রব্যত্ব সত্তা জাতির ব্যাপ্য ও পৃথিবীত্ব ইত্যাদি জাতির ব্যাপক।

৮
বিশেষ

যা কোন কিছুকে বিশিষ্ট করে, অর্থাৎ, অন্যের থেকে ব্যাবৃত্ত করে, তাকেই সাধারণতঃ বিশেষ বলা হয়। কোন পদার্থের ভেদক ধর্মই তার বিশেষ। ঘটে আছে যে ঘটত্ব ধর্ম, তা ঘটটির বিশেষ; কারণ, এই ধর্ম ঘটটিকে পট ইত্যাদি থেকে ব্যাবৃত্ত করে। আবার একটি লাল ঘটের লাল রং তার বিশেষ; কারণ, এই রংটি লাল ঘটটিকে শ্যামঘট থেকে ব্যাবৃত্ত করে। যদি দুটি ঘটই লাল হয়, তাহ'লে তাদের ব্যাবর্ত্তক বা ভেদক ধর্ম হবে, তাদের অবয়বগুলি। এই ঘটটির অবয়ব যে-দুটি কপাল, তা ওই ঘটটির অবয়ব যে-দুটি কপাল, তার থেকে ভিন্ন। কাজেই অবয়বগুলিই এখানে ভেদক ধর্ম।

কিন্তু সপ্ত পদার্থের অন্যতম যে বিশেষ পদার্থ, তা এরকম সাধারণ ভেদক ধর্ম নয়। এই বিশেষকে বলা হয় 'অন্ত্য বিশেষ'। 'অন্ত্য' কথাটি সাধারণতঃ শেষ বা চরম অর্থে ব্যবহৃত হয়। অন্ত্য-বিশেষ অর্থ চরম বিশেষ বা চরম ব্যাবর্ত্তক ধর্ম। চরম ব্যাবর্ত্তক ধর্ম বল্‌তে আমরা তাকেই বুঝি, যা অন্য ব্যাবর্ত্তক ধর্মকে অপেক্ষা ক'রে পদার্থান্তর থেকে ব্যাবর্ত্তিত হয়না।

---

(১) সত্তা পরা জাতি, কারণ, অন্য সকল জাতি সত্তার ব্যাপ্য। জাতি থাকে দ্রব্য, গুণ ও কর্মে। এখন, সকল দ্রব্য, সকল গুণ ও সকল কর্ম পদার্থেই সত্তা থাকে। কাজেই দ্রব্য, গুণ ও কর্মে অন্য যে জাতিই থাকুক না কেন, তা সত্তার ব্যাপ্য হবে। সত্তার ব্যাপক কোন জাতি নেই, কারণ, সকল দ্রব্য, সকল গুণ ও সকল কর্মে সত্তা ছাড়া অন্য কোন জাতি থাকেনা।

(২) দ্রব্যত্ব, ঘটত্ব ইত্যাদি জাতি অপরা জাতি। দ্রব্যত্ব সত্তার ব্যাপ্য জাতি। ঘটত্ব পৃথিবীত্ব, দ্রব্যত্ব ইত্যাদির ব্যাপ্য জাতি।

Scanned with CamScanner

এই অন্ত্যবিশেষ পদার্থ সর্বদাই ব্যাবৃত্তবুদ্ধি বা ভেদবুদ্ধির জনক হয়, কখনই অনুগত বুদ্ধির জনক হয়না। আমরা দেখেছি যে, জাতি, গুণ ইত্যাদি পদার্থও ভেদক ধর্ম বা বিশেষ হয়, কিন্তু এরা যেমন ব্যাবৃত্তবুদ্ধির জনক হয়, তেমনই অনুগত বুদ্ধিরও জনক হয়। ঘটত্ব ঘটকে পট থেকে ব্যাবৃত্ত করে; সঙ্গে সঙ্গে 'এটা ঘট', 'এটাও ঘট', এই আকারে অনুগত বুদ্ধিও উৎপন্ন করে; লাল রংটি লাল ঘটটিকে শ্যামঘট থেকে ব্যাবৃত্ত করে; আবার বিভিন্ন লাল পদার্থে 'লাল', 'লাল' ব'লে অনুগত বুদ্ধিও উৎপন্ন করে।[১] কিন্তু অন্ত্যবিশেষ শুধু ভেদবুদ্ধিরই জনক হয়।

দেখা যাক্‌ এই রকম অন্তিম 'বিশেষ' মানার সপক্ষে যুক্তি কি। একটি ঘটের সঙ্গে একটি পটের ভেদ আমাদের সাধারণ উপলব্ধির বিষয়। এখানে ভেদক ধর্মটি কি ? আমরা ব'লে এসেছি ঘটটির ঘটত্ব ধর্ম এই ভেদ-বুদ্ধির জনক। আবার দুটি ঘটের ভেদ-বুদ্ধির জনক কোন্‌ ধর্ম ? তা ঘটত্ব হ'তে পারেনা; কারণ ঘটত্ব তো দুটি ঘটেই আছে। যদি একটি ঘটের গুণ অন্য-ঘটটির গুণ থেকে অন্যরকমের হয়, তাহ'লে এই গুণই তাদের ভেদবুদ্ধির জনক ব'লে স্বীকৃত হ'তে পারে। কিন্তু দুটি ঘটই যদি একই রকম গুণ-বিশিষ্ট হয়, তাহ'লে তাদের ভেদক ধর্ম কি হবে ? বলা যেতে পারে, দুটি ঘটে একই রকমের গুণ থাকলেও, যেমন দুটি ঘটই লাল হ'লেও, প্রথম ঘট-ব্যক্তির গুণ দ্বিতীয় ঘট-ব্যক্তিতে থাকেনা, অর্থাৎ, এই ঘটটির লাল রং আর ঐ ঘটটির লাল রং অভিন্ন নয়। সুতরাং ঐ লাল রংই তো ভেদক ধর্ম হ'তে পারে। কিন্তু, এই লাল রংকে ঐ লাল রং থেকে আলাদা করব কি করে ? দুইয়ের মধ্যেই লালত্ব জাতি উপস্থিত। লাল রং এর আশ্রয় ঘট-ব্যক্তিকে ধ'রেই এই পার্থক্য করা সম্ভব। সে অবস্থায় ঐ লাল রং আবার ঘট দুটির ভেদক ধর্ম রূপে গণ্য হ'তে পারেনা। অতএব ঘট দুটিকে ভিন্ন ব'লতে হবে, তাদের অবয়বের ভিন্নতার জন্য। এই ঘটের অবয়বগুলি ঐ ঘটের অবয়ব নয়। এই-ভাবে অবয়বের ভেদেই এই রকম ক্ষেত্রে অবয়বী-দ্রব্যের ভেদ সিদ্ধ করে। আবার ঐ অবয়বগুলি নিজেরা অবয়বী; তাদেরও অবয়ব আছে। সেই অবয়বের ভেদের দ্বারা ঐ অবয়বীর ভেদ সিদ্ধ হয়। তবু, এইভাবে অগ্রসর হ'তে হ'তে, যখন অন্তিম অবয়ব পরমাণুতে পৌঁছাব, তখন দুটি পরমাণুর ভেদক ধর্ম

---

(১) লাল রং গুণ-পদার্থ। এক দ্রব্যের গুণ অন্য দ্রব্যের গুণের সজাতীয় হ'লেও অভিন্ন হয়না। গুণ যখন সামান্য নয়, তখন লাল রং অনুগত প্রতীতি উৎপন্ন করবে কি ক'রে ? উত্তর হ'চ্ছে : লাল রং মাত্রেই লালত্ব সামান্য আছে। এই সামান্য থাকাতেই লাল রং এর মত গুণ পদার্থও অনুগত বুদ্ধি উৎপন্ন করে।

কি হবে ? ঘটের অবয়ব বিশ্লেষণ করতে করতে আমরা পরমাণুতে পেঁছেচি। অতএব দুটি পরমাণুই ক্ষিতির পরমাণু। দুটি ক্ষিতির পরমাণুর ভেদক ধর্ম কি হবে ? দুট ক্ষিতির পরমাণুতেই ক্ষিতিত্ব জাতি আছে, রূপ, রস, স্পর্শ ও গন্ধ গুণ আছে। কোন অবয়ব না থাকায়, অবয়বও এখানে ভেদক ধর্ম হ'তে পারেনা।

কেউ বল্‌তে পারেন ঃ এই পরমাণুটির যে গুণ, তা ঐ পরমাণুটির গুণের সজাতীয় হ'লেও, অভিন্ন নয়। অতএব গুণের দ্বারাই তো দুটি পরমাণুর ভেদ সাধিত হ'তে পারে। কিন্তু আমরা আগেই দেখেছি, এ আপত্তি যুক্তিযুক্ত নয়। দুটি সজাতীয় পরমাণুর গুণ ব্যক্তি ভেদে ভিন্ন ভিন্ন, একথা ঠিক। তবু এই গুণ দুটি সজাতীয় পরমাণু-ব্যক্তির ভেদক হ'তে পারেনা। প্রত্যেকটি গুণই জাতি-বিশিষ্ট। সজাতীয় পরমাণুর গুণগুলিও সজাতীয়। কাজেই একটি পরমাণুর গুণ সজাতীয় অন্য পরমাণুর গুণ থেকে ভিন্ন ব'লে গৃহীত হবে কি করে ? ঐ গুণের আশ্রয় ব্যক্তি-পরমাণুগুলির ভিন্নতাই এই ভেদের সাধক হ'তে পারে। সেক্ষেত্রে গুণগুলির দ্বারা আর ঐ পরমাণুগুলির ভেদ সাধিত হ'তে পারেনা। পরমাণুগুলির অন্য কোন ভেদক ধর্ম চাই। ন্যায়-বৈশেষিক বলেন, প্রত্যেক পরমাণুতে বিশেষ ব'লে একটি পদার্থ আছে, যা তাকে অন্যান্য সজাতীয় পরমাণু থেকে বিশিষ্ট করে। একেই বলে অন্ত্য-বিশেষ।

কাজেই বিশেষ পদার্থ প্রত্যক্ষ সিদ্ধ না হ'লেও, অনুমানের দ্বারা তা প্রমাণিত হ'য়ে থাকে। দুটি সজাতীয় পরমাণুর ব্যক্তিগত ভেদ বা ব্যাবৃত্তি বিশেষ পদার্থের কল্পনা ব্যতীত অনুপপন্ন। কাজেই বিশেষ পদার্থ স্বীকার্য্য।

কেউ বল্‌তে পারেন ঃ দুটি সজাতীয় পরমাণুরও তো অন্যোন্যাভাব[১] আছে; প্রত্যেকটির পৃথক্‌ত্ব গুণও আছে। তারাই তো এই ভেদক ধর্ম হ'তে পারে। বিশেষ পদার্থ স্বীকার করার কি দরকার ? ন্যায়-বৈশেষিকগণ উত্তরে বলেন, বৈধর্ম্য সিদ্ধ না হ'লে দুটি পদার্থের অন্যোন্যাভাব সিদ্ধ হয়না; পৃথক্‌ত্বও সিদ্ধ হয়না। দুটি সজাতীয় পরমাণুর বৈধর্ম্য কি হবে ? কাজেই অন্যোন্যাভাব বা পৃথক্‌ত্ব দুটি সজাতীয় পরমাণুর ভেদ-বুদ্ধির জনক হ'তে পারেনা।[২]

---

(১) শেষ পরিচ্ছেদে আমরা "অভাব" সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। সেখানে অন্যোন্যাভাব কাকে বলে, তা বলা হ'য়েছে।

(২) বিখ্যাত নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি কিন্তু বিশেষ পদার্থ স্বীকার করেননা। তাঁর মতে দুটি সজাতীয় পরমাণুর অন্যোন্যাভাবই তাদের ভেদ-বুদ্ধির জনক হয়।

Scanned with CamScanner

এই বিশেষ পদার্থ শুধু যে প্রত্যেক পরমাণুতে আছে, তাই নয়। প্রত্যেক নিত্য দ্রব্যেই একটি ক'রে বিশেষ আছে। বদ্ধ আত্মা তার নিজস্ব সুখ, দুঃখের দ্বারা অন্য আত্মা থেকে বিশিষ্ট হ'তে পারে। আমার সুখ, দুঃখ ইত্যাদি তোমার সুখ, দুঃখ নয়। কাজেই এই সুখ, দুঃখই বদ্ধ আত্মার ভেদক ধর্ম। কিন্তু সকল মুক্ত আত্মা সমান গুণ-বিশিষ্ট, আর একই আত্মত্ব জাতি বিশিষ্ট। তাদের ভেদ-বুদ্ধির জনক হবে কোন্ ধর্ম ? অতএব প্রত্যেক আত্মায় একটি ক'রে বিশেষ স্বীকার করতে হবে।

মন নামক দ্রব্যও অসংখ্য এবং সমান ধর্ম বিশিষ্ট। তাদের পরস্পরের ভেদ যোগীদের প্রত্যক্ষের বিষয়ও হয়। এই জন্য প্রত্যেক মনে একটি ক'রে বিশেষ মানা হ'য়েছে।

দিক্, কাল ও আকাশ নামক নিত্য দ্রব্য অবশ্য সংখ্যায় বহু নয়। তবু দিক্ কাল ও আকাশেও একটি ক'রে বিশেষের অস্তিত্ব স্বীকার করা হ'য়েছে। দিক্ ও কাল কোন জাতি-বিশিষ্ট নয়; এই দুই দ্রব্যেরই শুধু সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ ও বিভাগ, এই সামান্য গুণগুলি আছে, কোন বিশেষ গুণ নেই। তাহ'লে কোন্ ধর্ম দিক্‌কে কাল থেকে বিশিষ্ট করবে ? এই জন্যই ন্যায়-বৈশেষিক দিক্ ও কালেও একটি ক'রে ভেদক ধর্ম স্বীকার ক'রেছেন। দিক্ দ্রব্যে সমবেত বিশেষ তার ভেদক ধর্ম; কাল দ্রব্যে সমবেত বিশেষ তার ভেদক ধর্ম।

আকাশকে শব্দের সমবায়িকারণ বলা হয়। কারণ সম্বন্ধে যখন আমরা আলোচনা করেছি, তখন দেখেছি যে, কোন কারণ-পদার্থ একটি বিশেষ ধর্ম-বশতঃই কারণ রূপে কাজ করতে পারে। এই ধর্মকে বলে, কারণতার অবচ্ছেদক ধর্ম। আকাশ শব্দের সমবায়িকারণ। সেই কারণতার অবচ্ছেদক ধর্মটি কি ? আকাশে যে-সব গুণ সর্বদা থাকে, তাদের একটিকে যদি অবচ্ছেদক ধর্ম বলি, তাহ'লে প্রশ্ন হবে ঃ কোন্ গুণটিকে অবচ্ছেদক ধর্ম ব'লে বেছে নেব ? অন্যগুলিকে বাদ দিয়ে একটিকে বেছে নেবার পক্ষে কোন যুক্তি নেই। সেক্ষেত্রে হয় সবগুলি ধর্মকেই এই কারণতার অবচ্ছেদক ব'লে মানতে হয়, নাহয় একটিকেও অবচ্ছেদক ব'লে মানা চলেনা। সবগুলিকে অবচ্ছেদক ধর্ম ব'লে স্বীকার করলে গৌরব দোষ হয়। আর ঐ গুণগুলির একটিকেও যদি অবচ্ছেদক ব'লে না মানি, তাহ'লে তাদের অতিরিক্ত একটি ধর্মকে ঐ কারণতার অবচ্ছেদক ব'লে স্বীকার করতে হবে। এই জন্যই আকাশে বিশেষ ব'লে একটি ধর্ম স্বীকার করা হ'য়েছে এবং এই বিশেষকেই আকাশে যে শব্দের সমবায়িকারণতা আছে, তার অবচ্ছেদক ধর্ম বলা হয়।

অসংখ্য নিত্য দ্রব্যে এই যে অসংখ্য বিশেষ পদার্থ ভেদক ধর্ম রূপে

Scanned with CamScanner